54

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...24 DEC 1998...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

কাপাসিয়া বঙ্গতাজ কলেজ

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার অগ্রগতি নেই

মনোহরদী (নরসিংদী), ২৩শে ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে কাপাসিয়ার বঙ্গতাজ কলেজ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর দায়েরকৃত পৃথক পৃথক ৩টি মামলার দেড় বছরেও কোন অগ্রগতি নেই। ফলে মামলাসমূহের ভবিষ্যৎ নিয়ে এলাকার জনমনে নানা সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী ও পরবর্তীতে জেল হত্যাকাণ্ডের অন্যতম শিকার তাজউদ্দিন আহমদের উদ্যোগে তার নির্বাচনী এলাকা কাপাসিয়ার খিরাটি গ্রামে ১৯৭২ সালে বঙ্গতাজ কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে কলেজের ছাত্র শিক্ষক ও এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরেই দুর্নীতির অভিযোগ করে আসছিল। এরই এক পর্যায়ে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং এসব অভিযোগের প্রতিকারের দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে। এ সময় দুর্নীতিবাজ অধ্যক্ষের অপসারণ ও বিচারের দাবিতে মিছিল সমাবেশ স্মারকলিপি পেশসহ কলেজটিতে তালা পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেয়া হয়।

এ অবস্থায় গাজীপুর জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরো অভিযোগসমূহের তদন্ত শুরু করে। তদন্তে বঙ্গতাজ কলেজ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়। ফলে ব্যুরো অধ্যক্ষের বিরুদ্ধ কাপাসিয়া থানায় পৃথক পৃথক ৩টি মামলা দায়ের করে। মামলাগুলো দেড় বছর ধরে কেবল তদন্তই হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে তদন্তের নামে কেবল কাল ক্ষেপণই চলছে। এ দীর্ঘ সময়েও তদন্তে কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ফলে কলেজটির ছাত্র শিক্ষকসহ এলাকার জনমনের মামলাগুলোর ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ে নানা সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে এসব অভিযোগের বাইরে বঙ্গতাজ কলেজ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কিস্তিতে কলেজের বিজ্ঞানাগার নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও বইপত্র ক্রয়ের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রদত্ত ১২ লাখ টাকা আত্মসাতের পৃথক একটি অভিযোগ ধরা পড়েছে বলে জানা যায়। [illegible]